তারিখ ... 23 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

ঢাবিতে পড়ালেখা বিঘ্নিত অনিশ্চিত শিক্ষাবর্ষ

মাহমুদুল হাসান নয়ন

বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের ডাকা অবরোধে হুমকির মুখে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে না। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে পড়ালেখা। হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়ছেন হলের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা। নিরাপত্তাজনিত কারণে ক্লাস করতে না পারায় অনেকেই সেশন জটের আশংকা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত নীল দলের শিক্ষকদের যেসব বর্ষে কোর্স রয়েছে তারা হরতাল ও অবরোধেও ক্লাস-পরীক্ষা অব্যাহত রেখেছেন। তাদের যুক্তি, যদি ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয় তাহলে অবরোধকারীদের সমর্থন করা হবে। এজন্য এ ধরনের পরিস্থিতিতেও নীতিগতভাবে ক্লাস ও পরীক্ষা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন নীল দলের একাধিক শিক্ষক। তবে এ ধরনের কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বাস চালু রাখার বিষয়ে এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। যে কারণে গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, মুন্সীগঞ্জসহ (মাওয়া) দূর থেকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ক্লাস করেন তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। যাদের বাসা রাজধানীতে তারাও এর বাইরে নয়। কারণ রাজধানীসহ সারা দেশের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা ও নাশকতায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা সন্তানদের বাসা থেকে বের হতে দিচ্ছেন না। ইতিহাস বিভাগের ছাত্র জীবন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, যারা ককটেল ও বোমা মারে তারা তো আওয়ামী লীগ বা বিএনপি দেখে মারে না। যে কেউ তাদের হামলার শিকার হতে পারে। এ অবস্থায় কিভাবে আমরা নিয়মিত ক্লাস করব কিংবা পরীক্ষায় অংশ নেব?

হরতাল ও অবরোধ ক্লাস পরীক্ষা নেয়াতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের কর্মসূচিতেও এ অনুষদের বেশিরভাগ বিভাগেই ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অনুষদটির বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র প্রতিনিধিরা। ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী সিরাতুস সাবাহ মিম ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র ইমাম উদ্দিন মুসা জানান, রাস্তায় নিয়মিত গাড়ি পাওয়া যায় না। চারদিকে ককটেল ও পেট্রলবোমা আতংকের কারণে ক্লাসে আসতে পারি না।

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতাল-অবরোধে নৈতিক সমর্থনের দিক থেকেই সহিংসতার ধরন অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সাদা দল সমর্থিত শিক্ষকরা। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ শিক্ষকই অনিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। তাদের যুক্তি, অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা শিক্ষার্থীরা যদি কোনো সহিংসতার শিকার হয় তার দায়ভার কে নেবে? সর্বশেষ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বর সংলগ্ন এলাকায় চারটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এতে ৫ জন আহত হন। এছাড়া অবরোধের ১৭ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় অন্তত ৩০০ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে ২০ জানুয়ারি ক্লাস চলাকালীন সময়ে কলা ভবনের মধ্যেই ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার দুপুরে একই ঘটনা ঘটে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সামনে।

অবরোধ-হরতালে নাশকতার আতংক

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, হরতাল ও অবরোধেও ক্লাস পরীক্ষা চলছে। তবে যারা দূর থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করেন তাদের জন্য একটু সমস্যা হয়। যেহেতু সমগ্র জাতিই উদ্বিগ্ন রয়েছে, আমরাও তো এর বাইরে যেতে পারি না। তিনি বলেন, যেহেতু সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই হুমকির মধ্যে রয়েছে তার প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছে। তবে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে না বলে আশা করছি।